



117567 - যবে ব্যক্‌তী এক নারীর সাথবে ব্যভচারবে লপিত হয়ছে, সেই মহলীর ইজ্‌জত রক্ষারথবে তাকে বয়িবে করা কী আবশ্যিক?

প্রশ্ন

আমার এক আত্মীয় এক ময়েবে সাথবে ব্যভচারবে লপিত হয়ছে এবং তার সতীত্ব পর্দা ছনিন করছে। এটি সেই ময়েবে সম্মতকিরমহে ঘটছে। সে ব্যক্‌তী কলঙ্কবে ভয়ে ময়েবে পরবীরকে বয়িবে করার প্রতশিরুতি দয়িছে। এরপর সে তাওবা করছে এবং নিজবে কৃতকরমবে জন্য অনুতপ্ত হয়ছে। কনিতু সে ময়েটেকিবে বয়িবে করতে চায় না। এখন সে পরেশোনতিবে আছবে যবে, সেই ময়েটেকিবে বয়িবে করা কী তার উপর আবশ্যকীয় যাতবে করে সে ময়েটেকিবে পাপ মুক্ত করতে পারে; অন্যথায় আল্লাহ তাকে দুনিয়া ও আখরীতে শাস্ত দিবনে। নাকী খালসি তাওবা করাই যথেষ্ট? উল্লেখ্য, সে তার অতীতকে ভুলবে যতেবে চায় এবং নতুন জীবন শুরু করতে চায়।

প্রয়ি উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

আপনার আত্মীয়বে উচতি এই মহাপাপ থকেবে আল্লাহর কাছবে তাওবা করা, বেশি বেশি ইস্তগিফার করা ও অনুতপ্ত হওয়া এবং বেশি বেশি নিকে আমল করা। আশা করি আল্লাহ তার তাওবা কবুল করবনে। কনেনা ব্যভচার কবরী গুনাহর অন্তর্ভুক্ত। এই গুনাহবে জঘন্যতার কারণবে আল্লাহ তাআলা এর শরয়ী শাস্ত আবশ্যিক করছেনে। শাস্তটি হিলবে বেতরাঘাত কথিবা পাথর নকিষেবে হত্যা।

কনিতু আল্লাহ তাআলার রহমত যবে, তনি খালসি তাওবাকে পূর্ববে সকল গুনাহ মবেচনকারী বানয়িছেনে। আল্লাহ তাআলা বলনে: “আর যারা আল্লাহর সাথবে অন্য কোন উপাস্যকে ডাকে না, আল্লাহ যবে প্রাণকে হত্যা করা নষিখে করছেনে যথার্থ কারণ ছাড়া তাকে হত্যা করে না এবং ব্যভচার করে না। যবে এসব করবে সে আযাবপ্রাপ্ত হবে। কয়ীমতবে দনি তার আযাব বর্ধতি করা হবে এবং সখেনে সে অপমানতি অবস্থায় স্থায়ী হবে। তবে যবে তাওবা করবে, ঈমান আনে এবং সৎকরম করে পরগীমে আল্লাহ তাদবে পাপগুলকে পূণ্য দ্বারা পরবির্তন করে দবেনে। আল্লাহ অতীব ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।”[সূরা ফুরক্বান, আযাত: ৬৮-৭০]

আল্লাহ তাআলা আরও বলনে: “আর যবে তাওবা করবে, ঈমান রাখে, সৎকাজ করে অতঃপর সঠিক পথে অটল থাকবে, তার প্রতি আমি অবশ্যই ক্ষমাশীল।[সূরা ত্বহা, আযাত: ৮২]



ব্যভিচারকারী যার সাথে ব্যভিচার করছে তাকে বয়ি করা তার উপর আবশ্যিক নয়। এটি তার তাওবার জন্য শরতও নয়। কনিতু যদি তারা উভয়ে তাওবা করে এবং উভয়ে ববাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার ইচ্ছা পোষণ করে তাহলে এতে কোন অসুবিধা নাই।

এ জন্য আপনার আত্মীয়ের উচিত সইে ময়েরে অবস্থা ও তার পরবিাররে অবস্থা পর্যবক্ষেণ করা। যদি দখে যে, তার জন্য উপযুক্ত এবং জানে যে, সইে ময়ে তাওবা করছে ও দ্বীনরে উপর স্থরি হয়ছে তাহলে সে আল্লাহ তাআলার কাছে ইস্তখারা করার পর সইে ময়েকে বয়ি করতে পারে। এটি সইে ময়েরে প্রতিনিগুগ্রহ এবং আপনার আত্মীয় সইে ময়েরে প্রতিনি ইহসান করার সবচেয়ে উপযুক্ত ব্যক্তি। কেননা যদি সইে ময়ে খারাপ কিছু করে থাকে ও গুনাহ করে থাকে তাহলে সেও তো এক্ষেত্রে তার সাথে সবকছুতে অংশীদার ছিলি। হতে পারে সইেই এই গুনাহর দকে ময়েটেকে আহ্বান করছে ও ফুসলয়িছে। তাই তার উচিত সইে ময়েরে সাথে এর কিছুটা বহন করা; যাতে তারা উভয়ে অংশীদার ছিলি। বরং সে যদি তার সাথে অংশীদার নাও থাকত, তারপরও যদি জানতে পারে যে, ময়েটে তাওবা করছে এবং তার তাওবাতে সে বিশ্বস্ত এবং সে যদি এই ময়েকে বয়ি করে তার ইজ্জত রক্ষা করতে চায় তাহলে সটোও একটি মহৎ উদ্দেশ্য; যার জন্য ব্যক্তি সওয়াব পাবনে; ইনশাআল্লাহ। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলছেন: “একজন মুসলমি অপর মুসলমিরে ভাই। সে তার প্রতিনি জুলুম করবে না। তাকে (জুলুমরে মধ্যতে) ছড়ে দবিবে না। যে ব্যক্তি তার ভাইয়েরে প্রয়োজন পূরণ করবে আল্লাহ তার প্রয়োজন পূরণ করবনে। যে ব্যক্তি কোন মুসলমিরে দুঃশ্চিন্তা দূর করবে আল্লাহ কয়ামতরে দনি তার দুঃশ্চিন্তা দূর করবনে। যে ব্যক্তি কোন মুসলমিরে দোষ ঢকে রাখবে আল্লাহ কয়ামতরে দনি তার দোষ ঢকে রাখবনে।”[সহহি বুখারী (২৪৪২) ও সহহি মুসলমি (২৫৮০)]

হাফযে ইবনে হাজার (রহঃ) বলনে, হাদসিরে বাণী: “তাকে ছড়ে দবিবে না” এর মানে তাকে এমন ব্যক্তির সাথে রেখে যাবে না যে তাকে নরিযাতন করবে কিংবা এমন কছির মধ্যতে রেখে যাবে না যাতে সে কষ্ট পাবে। বরং তাকে সাহায্য করবে এবং তার পক্ষে প্রতিনিধি করবে। এটি জুলুম বর্জন করার চেয়েও অধিক বিশেষায়তি। এটি পরিস্থিতি অনুপাতে কখনও ওয়াজবি, কখনও মুস্তাহাব হতে পারে।

হাদসিরে বাণী: “যে ব্যক্তি তার ভাইয়েরে প্রয়োজন পূরণ করবে”: আবু হুরায়রা (রাঃ) এর হাদসি এসছে: “বান্দা যতক্ষেণ তার ভাইয়েরে সাহায্যে থাকে ততক্ষেণ আল্লাহর তার সাহায্য থাকনে।”[সহহি মুসলমি]

হাদসিরে বাণী: “যে ব্যক্তি কোন মুসলমিরে দুঃশ্চিন্তা দূর করে”: অর্থাৎ দুর্ভাবনা যা মানুষের মনকে আক্রান্ত করে।[ফাতহুল বারী থেকে সমাপ্ত]

যদি কোন নারী ব্যভিচার থেকে তাওবা করনে তাহলে যে ছলে তাকে বয়িরে প্রস্তাব দতি এগয়ি আসে তাকে তার সতীচ্ছদ সম্পর্কে জানানো আবশ্যকীয় নয়; এমনকি যদি তাকে জিজ্ঞেসে করে তবুও নয়। কেননা সে নিজরে দোষ ঢকে রাখতে আদষ্টি। সতীচ্ছদ কেবল ব্যভিচারেরে মাধ্যমে অপসারতি হয় না। বরং অতিরিক্ত ঋতুস্রাব, লাফ দয়ো ইত্যাদির মাধ্যমেও



অপসারতি হতে পারে।

আল্লাহই সর্বজ্ঞঃ।